আলমডাঙ্গায় ভ্যানে তুলে তরুণীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ, ভ্যানচালক গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যানে যাত্রী হিসেবে ওঠা এক তরুণীকে নির্জন সড়কে নিয়ে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে এক ভ্যানচালকের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (৫৫) নামে এক পাখিভ্যানচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ আগস্ট) গ্রেপ্তারের পর তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার মোয়াজ্জেম হোসেন উপজেলার কুমারী গ্রামের মৃত রাজ্জাক মীরের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার লাল ব্রিজের পশ্চিম পাশ থেকে বেলগাছি যাওয়ার উদ্দেশ্যে মোয়াজ্জেম হোসেনের পাখিভ্যানে ওঠেন রাধিকাগঞ্জ গ্রামের শারমিন সুলতানা (২১)। ভ্যান চলার পর চালক তাকে বিভিন্ন অশ্লীল কথা ও কুপ্রস্তাব দিতে থাকেন বলে এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, সকাল ১১টার দিকে সাতকপাট-বেলগাছি সড়কের মাঝামাঝি একটি নির্জন এলাকায় পৌঁছে চালক ভ্যান থামান। এরপর তিনি তরুণীকে জড়িয়ে ধরেন এবং যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার পর তরুণী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা করেন। পুলিশ জানায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ২০২৫ সালের সংশোধিত ধারা ১০-এর আওতায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরপরই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মামলার পর অভিযুক্ত ভ্যানচালককে

গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুইজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার ও সোমবার গভীর রাতে উপজেলার পারকুলা আবাসন ও গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নতুন সুতাইল মাঝেরপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রনক ইসলাম (৩৫) এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মসজিদপাড়া গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে খায়রুল ইসলাম (৪৭)।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার এসআই কাজী শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পারকুলা আবাসন গ্রামের আবাসন বটতলা মোড়ে অভিযান চালায়। এ সময় রনক ইসলামকে ৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপরদিকে, সোমবার রাতে এসআই (নিঃ) মো. মনিরুল হক হাওলাদারের নেতৃত্বে পুলিশের আরেকটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালায়। খায়রুল ইসলামের বসতবাড়ির উঠান থেকে তাকে ৩০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, দুই অভিযানে উদ্ধার করা ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনকে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য সামারি ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। পৃথক অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে

জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদক নির্মূলে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

আলমডাঙ্গার বেলগাছী বাজারে কম্পিউটার দোকানে চুরি

আলমডাঙ্গার বেলগাছী বাজারে একটি কম্পিউটার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী পুরাতন বাজার এলাকায় একটি কম্পিউটার দোকানে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (২২ আগস্ট) গভীর রাতে দোকানের শাটারের তালা ভেঙে প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের কম্পিউটার সামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে চোরেরা বলে অভিযোগ করেছেন দোকান মালিক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার (২৩ আগস্ট) সকালে বাজারের সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় তারা দোকানটির শাটার খোলা ও তালা ভাঙা দেখতে পান। পরে বিষয়টি দোকান মালিককে জানানো হয়।

দোকান মালিক মেহেরুল ইসলাম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে তিনি বাড়িতে চলে যান। রোববার সকালে স্থানীয় কয়েকজন ফোন করে জানান, তার দোকানের শাটার খোলা এবং তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে এসে দেখেন, শাটার ও তালা ভাঙা। পরে দোকানের ভেতরে থাকা একটি দামি ল্যাপটপ, প্রিন্টার মেশিন, ফটোকপি মেশিনসহ বিভিন্ন মালামাল পাওয়া যায়নি।
মেহেরুল ইসলামের দাবি, চুরি যাওয়া মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। তিনি জানান, এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার প্রস্তুতি চলছে।

স্থানীয় এক মুদি ব্যবসায়ী মিন্টু রহমান বলেন, সকালে বাজারে এসে তিনি দোকানটির শাটার খোলা ও তালা ভাঙা দেখতে পান। পরে জানতে পারেন, রাতে দোকানে চুরি হয়েছে। এ ঘটনায় বাজারের ব্যবসায়ীদের

মধ্যে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, চুরির ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি এখনো অবগত নন। তবে এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন দোকান মালিক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

আলমডাঙ্গা নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ-সভাপতির ‘গোপন সাম্রাজ্য’

আলমডাঙ্গার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে অনিয়মের যেন শেষ নেই। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চললেও ঠিক উল্টো চিত্র চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে। দীর্ঘ সময় পার হলেও গঠিত হয়নি কোনো পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি। আর এই অভিভাবকহীনতার সুযোগ নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ আবু নাসির এবং এডহক কমিটির সভাপতি ইউসুফ হাসানের যৌথ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে উঠেছে পাহাড়সম অনিয়ম, গোপনে গভর্নিং বডি গঠনের ‘নীলনকশা’ এবং মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বেতন-ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে কলেজের বাংলা বিভাগে আরলিজা খাতুন নামের এক শিক্ষকের ‘ভূতুড়ে’ নিয়োগ ঘিরে। আনুমানিক প্রায় ২৫ লাখ টাকার বিনিময়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অধ্যক্ষ আবু নাসির ও এডহক কমিটির সভাপতি ইউসুফ হাসানের প্রত্যক্ষ মদদে কাগজ-কলমে আরলিজার নামে সরকারি অনুদানের বেতন-ভাতা নিয়মিত উত্তোলন করা হলেও বাস্তবে এই শিক্ষকের কোনো অস্তিত্বই নেই ক্যাম্পাসে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, আরলিজা খাতুন নামে কোনো

শিক্ষককে তারা কখনো শ্রেণিকক্ষে কিংবা কলেজ প্রাঙ্গণে দেখেননি। এমনকি হাজিরা খাতাতেও নেই তাঁর নাম, নেই কোনো স্বাক্ষর।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অধ্যক্ষ আবু নাসির ২০১১ সালে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ছাড়পত্র ও প্রভাব খাটিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে টাকার বিনিময়ে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ নিয়েছিলেন। তৎকালীন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন ও তাঁর স্ত্রীর ভাই আরশাদ উদ্দিন চন্দনের ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী সরকারের পতন হলেও অধ্যক্ষ তাঁর দলীয় প্রীতি ও অপকর্ম থেকে বের হতে পারেননি। সেই ধারাবাহিকতায় গোপনে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য আরলিজা খাতুনকে অবৈধভাবে বাংলা বিভাগে নিয়োগ দিয়ে ‘ভূতুড়ে’ উপায়ে সরকারি টাকা উত্তোলন করে পকেটস্থ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক আরলিজা খাতুন নিজের নিয়োগ বৈধ দাবি করলেও প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিতি বা ক্লাস না নেওয়ার বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে পারেননি।

এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্ধকারে রেখে এবং প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে নির্বাচন ছাড়াই নিজেদের মনগড়া লোক দিয়ে গোপনে গভর্নিং বডি তৈরির চূড়ান্ত নীলনকশা বাস্তবায়ন করছেন অধ্যক্ষ ও সভাপতি। ২১ মাসের একটি অভ্যন্তরীণ অডিট প্রতিবেদনে ইতোমধ্যেই কলেজের ফান্ডের প্রায় ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এসব চরম অনিয়ম ও নিয়োগ-বাণিজ্যের চিত্র সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলে গত ৩ আগস্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করেন। তদন্ত শেষে কমিটির প্রধান উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ৯৫ শতাংশ অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন, কমিটি সাত কার্যদিবসের মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে।

নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তদন্ত প্রতিবেদনটির অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে কমিটির একজন সদস্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদনটি প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান।

অভিযোগকারীদের হাতে প্রাথমিক তদন্তের কপি না দেওয়া এবং তদন্তের ধীরগতি দেখে সচেতন মহলে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে

অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানে বিলম্ব করে সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি ওপর মহল প্রকৃত তথ্য গোপন করে, তাহলে সব শিক্ষক-কর্মচারী কঠোর আন্দোলনে নামতে প্রস্তুত আছেন। প্রতিবেদনটি কবে প্রকাশ হবে, এখন শুধু সেই অপেক্ষায় আছেন তারা।

ওই শিক্ষক আরও বলেন, চলতি আগস্ট মাসেই প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে পারবেন এবং দুর্নীতিবাজরা শাস্তি পাবেন বলে আশা করছেন। যদি চলতি মাসে প্রতিবেদন না পাওয়া যায়, তাহলে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার আন্দোলন শুরু হবে।

আলমডাঙ্গায় টিয়ানশি কোম্পানির প্রতিনিধি ও কথিত চিকিৎসককে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় টিয়ানশি কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা ও চিকিৎসক পরিচয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ৩টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় একটি ভাড়া করা ভবনে টিয়ানশি কোম্পানির কার্যক্রম চলাকালে স্থানীয়রা তিনজনকে আটক করেন। এ সময় তাদের কাছে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় অনুমোদন, কাগজপত্র ও সঠিক তথ্য না পাওয়ায় প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিনুর আক্তার। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কথিত ভুয়া চিকিৎসক মো. হুমায়ূন কবিরকে (৪৫) ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে টিয়ানশি কোম্পানির প্রতিনিধি মাসুদ করিম ও আব্দুর রহমানকে পৃথকভাবে দুই মাসের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত হুমায়ূন কবির ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। কোম্পানির ‘গোল্ড স্টার’ প্রতিনিধি মাসুদ করিম কুষ্টিয়ার হরিসপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে এবং আব্দুর রহমান আলমডাঙ্গার ডম্বলপুর গ্রামের মোজাম আলীর ছেলে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, টিয়ানশি কোম্পানির ‘গোল্ড স্টার’ প্রতিনিধি মাসুদ করিম দীর্ঘদিন ধরে ডম্বলপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের মাধ্যমে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় চীনে তৈরি পেস্ট, কফি, ডায়াবেটিসের ওষুধ ও বিভিন্ন ফুড সাপ্লিমেন্ট বিক্রি করে আসছিলেন। এ কাজে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে এসব পণ্য বিক্রির পাশাপাশি কথিত চিকিৎসাসেবার নামে অর্থ আদায় করা হতো। এমনকি রোগীপ্রতি কমিশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিধি পাঠানো হতো। এ কার্যক্রমে কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্যকেও কাজে লাগানোর অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে কথিত চিকিৎসক মো. হুমায়ূন কবির নিজেকে ‘অল্টারনেটিভ এমবিবিএস’ চিকিৎসক হিসেবে দাবি করেন। তিনি আরও দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন তাকে মৌখিকভাবে চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

তবে তার দাবির পক্ষে কোনো লিখিত অনুমোদন বা বৈধ কাগজপত্র তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি বলে জানা গেছে। অভিযানের সময় জব্দ করা পণ্যগুলোর কোনো বিএসটিআই অনুমোদন না থাকলেও সেগুলোতে বিএসটিআইয়ের সিল ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হতো বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এদিকে অভিযানের সময় টিয়ানশি কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য ও মালামাল জব্দ করে প্রশাসনের হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে জব্দ করা মালামাল ঘটনাস্থলেই পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ২৮০ পিস ইয়াবাসহ মাদক বিক্রেতা সোহেল গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ২৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৬০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় সোহেল রানা (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি এলাকায় মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত এবং তার বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার রাধিকাগঞ্জ পৌর পশুহাট সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। গ্রেফতার সোহেল রানা রাধিকাগঞ্জ গ্রামের বারেক আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার (এসআই) মো. আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা গোপন খবরের ভিত্তিতে রফিকুল ইসলামের বাড়ির সামনে সড়কে অভিযান চালান। এ সময় সোহেল রানাকে আটক করে তার কাছ থেকে ২৮০ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৬০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া ইয়াবার পরিমাণ ও মামলার অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে সোহেল রানার মাদক ব্যবসার সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

মামলায় নাম থাকা আরও আট আসামি পলাতক রয়েছেন। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষক, মদদদাতা ও সহযোগীদেরও শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অবস্থান কঠোর। ইয়াবাসহ গ্রেফতার সোহেল রানার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তার সঙ্গে মাদক ব্যবসায় জড়িত অন্যদেরও শনাক্ত করা হচ্ছে। কোনো মাদক ব্যবসায়ী বা তার পৃষ্ঠপোষককে ছাড় দেওয়া হবে না।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চলাচলও করতে পারেন না। আমাদের নাম ব্যবহার করে অনেকেই নির্বিঘ্নে মাদক ব্যবসা করে যায়। বিষয়টি সবার নজরে রাখার অনুরোধ করছি।’

এ সময় এলাকাবাসীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব রাজু আহমেদ, পৌর যুবদলের সদস্য লিলি, সজিব ও সজল এবং ছাত্রদলের আকাশ, রাফিদ, স্বপন, রাজন, নাঈম ও আমানসহ অনেকে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব রাজু আহমেদ বলেন, ‘মিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। এলাকাবাসীর কঠোর প্রতিরোধের মুখে তাঁরা মাদক ব্যবসা ছেড়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চান। তাঁদের একটি সুযোগ দেওয়া মানবিক দায়িত্ব। তাই তাঁরা মুচলেকা দিয়ে মাদক ব্যবসায় না জড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন।’

আলমডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তার ৮

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী পৃথক অভিযানে মাদক মামলার আসামিসহ মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. আলমগীর হোসেন সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। রাত ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা পৌরসভাধীন আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের পুরোনো গোডাউনের পূর্ব পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে কামালপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে মো. রবিউল (৩১) এবং স্টেশনপাড়া এলাকা থেকে কামালপুর গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে মো. হাফিজুর রহমানকে (২৬) টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপর অভিযানে এসআই (নিঃ) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও

ফোর্সসহ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা (আবাসন) গ্রামের আবাসন বটতলা মোড় থেকে মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে মো. নাজমুল মালিতা (৩২)কে টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করেন।

অন্য এক বিশেষ অভিযানে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শোভন কুমার কুণ্ডু সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার আসামি হারদী গ্রামের জসিম মণ্ডলের ছেলে মো. খোকন আলীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেন। পরে তাঁকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

এছাড়া আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) আলমগীর কবীর সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে জিআর মামলার আসামি আসাননগরের নাছির উদ্দিনের ছেলে মানিক ইসলামকে গ্রেপ্তার করেন।

একই অভিযানে দর্শনা থানার আকুন্দবাড়িয়া গ্রামের নজর আলীর ছেলে রাশেদুল ইসলামকে (২৬) আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) ফিরোজ আলী সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি ঘোষবিলা গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে মোল্যা ফাহাদ তানভিরকে (২৪) গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন।

এছাড়া নগরবোয়ালিয়া গ্রামের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি মৃত আজিবার রহমানের ছেলে মো. জানিককেও গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

উল্লেখ্য, রবিউল (৩১), মো. হাফিজুর রহমান (২৬) ও মো. নাজমুল মালিতা (৩২)-কে সামারি ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দুই ভাইয়ের

বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে চাচাতো দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামে আপন চাচাতো দুই ভাই দলবল নিয়ে ধানি জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী পরিবার স্থানীয় প্রশাসন ও থানায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন, বেলগাছী মালিথাপাড়ার ভেকু মালিথার ছেলে রাজু
(৩৮) এবং আজিবার মণ্ডলের ছেলে বাবলু রহমান (৪০)।

ভুক্তভোগী পরিবারের বরাতে জানা যায় , দীর্ঘদিন ধরে আজিবার মণ্ডল ও তার ভাই তফেলউদ্দিনের পরিবারের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের স্বজনদের উপস্থিতিতে পারিবারিকভাবে জমি ভাগ-বণ্টন নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু দুই ভাই মারা যাওয়ার পর আবারও জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

প্রবাসী মঞ্জু রহমান (তফেলউদ্দিনের ছেলে) অভিযোগ করে বলেন, আমার বাবার নামে রেজিস্ট্রি করা জমি জোর করে দখল করা হয়েছে। আমি বিদেশে থাকায় সেই সুযোগ নেওয়া হয়েছে। জমিগুলো এক বছরের জন্য চাষাবাদের উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে বন্দোবস্ত দেওয়া ছিল। তারা ইতোমধ্যে জমি প্রস্তুতও করেছিলেন। কিন্তু আমার চাচাতো ভাই রাজু ও বাবলু দলবল নিয়ে এসে জমি দখল করে নেয়। বাধা দিলে ভয়ভীতি ও মারধরের হুমকি দেয়।

জমির খতিয়ান ও দাগ নম্বর উল্লেখ করে মঞ্জু রহমান আরও জানান , ৭৮ নং বেলগাছী মৌজার আরএস খতিয়ান নম্বর ২৫৯২-এর দাগ নম্বর ১১৮৯৯ , আরএস খতিয়ান নম্বর ২৫৯৩-এর দাগ নম্বর ১৬১৩২, ১৬২৫২ ও ১৬৪৪১ এই দাগগুলোর জমি তার বাবার নামে ক্রয়কৃত। তবুও ফুফুদের জমির দাবি তুলে ওই দাগগুলোর জমি জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান , ঘটনার পর থেকে গ্রামজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তারা বলেন , উভয় পক্ষের দীর্ঘদিনের এই জমি বিরোধ গ্রামের শান্তি নষ্ট করতে পারে।